দৈনিক বাংলা

170

তারিখ 19 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ হল থেকে অস্ত্রসহ অভি ও ১৫ জন গ্রেপ্তার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ রীতিমত কমান্ডো কায়দায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ সোমবার জগন্নাথ হল থেকে অভি ও তার ১৫ জন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের একটি দল এই অভিযানে নেতৃত্ব দেয়। গত দেড় বছরে অসংখ্যবার হানা দিয়েও যাদের গ্রেপ্তার করা যায়নি গতকাল তাদের দলেবলে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের সময় লাগে মাত্র দশ মিনিট। গোলাম ফারুক অভি ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের বিশেষ কোন বেগ পোহাতে হয়নি। কিছু বুঝে উঠার আগেই আসামীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ দ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে। গ্রেপ্তারের সময় অহেতুক ঝুট-ঝামেলা এড়াতে পুলিশ ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে [illegible] ছোঁড়ে। (আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অস্ত্রসহ অভি ও ১৫ জন গ্রেপ্তার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গতকালের অভিযানে গোলাম ফারুক অভি ছাড়া আর যাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তারা হচ্ছেঃ খোন্দকার আশরাফ, মঞ্জুরুল আলম লিটু, ইমতিয়াজ আহমেদ গুড্ডু, এখলাছউদ্দীন, শিশির, ফরিদ আহমেদ সেন্টু, মোস্তাফা কামাল শামীম, সাজ্জাদ আহমেদ শাওন, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, মাসুদ করিম ওরফে আইয়ুব আলী, হেমায়েত আহমেদ, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, এস এম গুলরেজা, মোশাররফ হোসেন, ফারুক হোসেন এবং স্বপন কুমার বল। পুলিশ অভির কাছ থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি ভর্তি একটি আধুনিক পিস্তল এবং গুড্ডুকে একটি কাটা রাইফেলসহ গ্রেপ্তার করে।

অভি এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভিন্ন হত্যা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

'৯০-এর গণআন্দোলনের আগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত অভি গত দেড় বছর ধরে পলাতক ছিল। তার বিরুদ্ধে ডাঃ মিলন হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। সম্প্রতি এই মামলার রায়ে তাদের নির্দোষ হিসাবে খালাস দেয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা গেছেঃ অভি গতকাল দুপুর সাড়ে বারটায় জগন্নাথ হলে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে ধরার জন্য তৎপর হয়। গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল পৌণে একটায় পাঁচটি জীপে চড়ে জগন্নাথ হলের দিকে রওনা দেয়। ঝড়ের গতিতে জীপগুলি জগন্নাথ হলের দুপাশের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় অভি উত্তর ভবনের গেস্টরুমে সহযোগীদের নিয়ে মিটিং করছিল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভি পুলিশকে লক্ষ্য করে রিভলবার থেকে দু'রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। পুলিশ পাল্টা গুলিবর্ষণের মাধ্যমে জবাব দেয় এবং চারদিক থেকে ঘেরাও করে তাদের আটক করে। দশ মিনিটের মধ্যে পুরো অভিযান শেষ করে পুলিশ জগন্নাথ হল ত্যাগ করে। অভিযান চলাকালে জগন্নাথ হলের চারপাশে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়।

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ

অভিদের নিয়ে পুলিশ জগন্নাথ হল ত্যাগ করার পর সামছুন্নাহার হলের সামনে অবস্থানরত অন্য একদল পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধে যায়। দু'পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। পুলিশ ছাত্রদের দিকে কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতা এবং জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের এজিএস সুজিত রায় নন্দী আহত হন।

ছাত্রলীগ (ম-ই) জগন্নাথ হলে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে টিএসসিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।